কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 01 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

মো. মঈনুল ইসলাম ▷

শিক্ষার মান

শিক্ষার মান পতনে এখন দেশব্যাপী এক ব্যাপক আলোচনার বিষয়। শিক্ষার গুণগত মান না বাড়লে অর্থাৎ শিক্ষা শিক্ষার মতো না হলে এটাকে শিক্ষা বলা যায় না। এই অর্ধপক্ব দুর্বল শিক্ষা কোনো কাজে লাগে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার উপকারিতা এত বেশি যে তা বর্ণনা করা মুশকিল। শিক্ষার ফলেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন সারা বিশ্বের কাম্য আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর উন্নতমানের শিক্ষার কারণেই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা ওই সব দেশে গমনের জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। আমাদের মতো দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশ কিছু ছেলেমেয়ে এখন বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। তবে পড়াশোনা সমাপ্তির পর আর দেশে ফেরে না। এটা দেশের এক বড় ক্ষতি। দেশের মোট শিক্ষার্থীদের তুলনায় এদের সংখ্যা নগণ্য। এরা বহু টাকা খরচ করে প্রাইভেট কোচিং ও ইংরেজি মাধ্যমের অভিজাত স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে থাকে। তবে আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম ও শহরের স্বল্প আয়ের মানুষের ব্যাপারে। এদের ছেলেমেয়েরাই আমাদের স্কুল-কলেজে পড়ে থাকে। এদের পড়াশোনার মানই আমাদের শিক্ষার মেরুদণ্ড ও প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। বর্তমান নিবন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষার ওপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। আমার মতে, মাধ্যমিক স্তরের দুর্বলতাই আমাদের শিক্ষার মান পতনের বড় কারণ। শিক্ষার মান পতন ঘটেছে বলেই এই বিরাটসংখ্যক ছাত্রছাত্রী দেশের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ কী? এর কারণ অনেক। তবে প্রধান কারণ হলো বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষাদানের অভাব। শিক্ষা স্তরে স্তরে সাজানো একটি ব্যবস্থা বা System। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর হলো মোটামুটি স্তরগুলো। প্রাথমিক দিয়ে শুরু। সেখানেই ভিত্তিটি শুরু হয় এবং সেই ভিত্তিটি মজবুত হয় মাধ্যমিকে। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকরা এখন একমত যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাটিতেই বেজায় গলদ। এখানকার দুর্বল শিক্ষাই পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষায় তরুণ শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে না। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য যে দুটি বিষয় খুবই দরকার সেগুলো হলো অঙ্ক ও ইংরেজি। স্নাতক (Under Graduate) ও স্নাতকোত্তর (Post Graduate) স্তরে এ দুটি বিষয় জরুরি। কারণ অঙ্ক বা গণিত হলো বিজ্ঞানের ভাষা। আর ইংরেজি কলা, বাণিজ্য ও সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্বিতীয় ভাষা। আমরা বাংলার বিরোধী নই। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং তাকে মাতৃজ্ঞানে শিখতে হবে। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির বিকল্প নেই। তাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ইংরেজিকে বর্জন করে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব, তার মতো মূর্খতা আর কী হতে পারে! তা ছাড়া এসএসসি, এইচএসসি, এমনকি ডিগ্রি পাস করা